" বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনীকরণ ও নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি



সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বিষয়: প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) সমীক্ষার Terms of Reference (ToR)

প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

05.	প্রকল্পের নাম	<u>:</u>	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনীিকরণ ও নির্মাণ (২য় সংশোধিত)		
૦૨.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	<u>:</u>	কৃষি মন্ত্রণালয়		
୦୭.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	<u>:</u>	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন		
08.	প্রকল্পের অবস্থান	<u>:</u>	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
		_	о Ъ	৬৩	১৬৫

০৫. প্রকল্পের প্রাঞ্চলিত ব্যয়

	মূল অনুমোদিত ব্যয়	১ম সংশোধিত অনুমোদিত	২য় সংশোধিত অনুমোদিত
		ব্যয়	ব্যয়
মোট	১৯৪৮৪.৩২	২২০০২.৬৪	২৪৩৩৭.৪৫
জিওবি	১৯৪৮৪.৩২	২২০০২.৬৪	২৪৩৩৭.৪৫
নিজস্ব তহবিল	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-

০৬. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

প্রকল্পের প্রকৃতি	:	আরম্ভ	সমাপ্ত
(ক) মূল প্রকল্প	:	০১ জুলাই ২০১৮	৩০ জুন ২০২৩
(খ) ১ম সংশোধিত প্রকল্প	:	০১ জুলাই ২০১৮	৩০ জুন ২০২৩
(গ) ২য় সংশোধিত প্রকল্প	:	০১ জুলাই ২০১৮	৩০ জুন ২০২৪

০৭. প্রকল্পের পটভূমি: বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি জনবহল দেশ যার অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি। এদেশের কৃষকদের মাথাপিছু আয় খুব কম এবং তাদের প্রায় ৭০% মানুষ গ্রামে বাস করে এবং তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বিগত বছরগুলিতে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রসার হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। তাই সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচনের এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আধুনিক কৃষি কৌশল সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন মূলক প্রকল্প বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

সেচ কৃষি উৎপাদনের একটি অন্যতম নিয়ামক। জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে সেচের পানি প্রাপ্যতার উপরই উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। আধুনিক সেচ কৌশল সম্প্রসারণ ও সেচকৃত পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করে ফসল উৎপাদন ব্যয় হাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং দীর্ঘদিন যাবৎ পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) একটি স্বশাসিত কর্পোরেশন এবং তার কার্যক্রম নিজস্ব চার্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন যা ১৬ অক্টোবর ১৯৬১ থেকে কার্যক্রম শুরু করে তা ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নাম ধারণ করে। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিএডিসি'র সেচ উইং প্রধান ফসল ধান ও অন্যান্য ফসলের জন্য সেচ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপরোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নিয়ে সম্প্রতি সরকার ক্ষুদ্রসেচ উইংকে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করেছে। নিয়মিত দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি উক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএডিসি'র বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ (অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গুদাম, ডরমিটারী, জমি ইত্যাদি) ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সমস্ত অবকাঠামোসমূহের অধিকাংশের নির্মাণ কাজ ১৯৬১ সালে বিএডিসি'র সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু হয়ে স্বাধীনতার পূর্বে সমাপ্ত হয়। ফলে এ সকল অবকাঠামোসমূহের অধিকাংশের জীবনকাল শেষ পর্যায়ে এবং কিছু কিছু অবকাঠামো ব্যবহার ঝুকিপূর্ণ মর্মে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া কিছু অবকাঠামোর বাহ্যিক অবস্থা ও ইউটিলিটি সার্ভিস অত্যন্ত নাজুক। ফলে দাপ্তরিক কাজ-কর্ম পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। তাই ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ যেমন সার্কেল/রিজিয়ন/ইউনিট অফিস, ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ও সেচ ভবন, আবাসন কমপ্লেক্স, গুদাম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি মেরামত ও সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্রসেচ উইং এর বেশকিছু প্রশাসনিক এলাকায় নিজস্ব অফিস নেই যা ভাড়ায় বা সংস্থার অন্য কোন উইং এর দপ্তরে পরিচালিত হচ্ছে। তাই এ সকল এলাকায় নতুন অবকাঠামো নির্মাণ প্রয়োজন। প্রকল্পটির মাধ্যমে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর অধিভুক্ত অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ করা হবে।

এছাড়া ঢাকায় বিএডিসি'র কোন রেস্ট হাউজ নেই। দাপ্তরিক বিভিন্ন প্রয়োজনে সারা দেশ হতে বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের ঢাকায় আসার প্রয়োজন হয়। ঢাকায় কোন রেস্ট হাউজ না থাকায় ঢাকায় আগত কর্মকর্তাদের অনেকেই আবাসন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাই বিএডিসি'র ঢাকায় একটি রেস্ট হাউজ প্রয়োজন।

উপরোক্ত মেরামত, সংস্কার ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হলে সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপযুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরী হবে। এছাড়া এ সকল অবকাঠামো ব্যবহারকারী কৃষক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ঝুঁকি হাস পাবে। উপরোক্ত নতুন অবকাঠামো সমূহ সংস্থার নিজস্ব জমিতে নির্মাণ করা হবে, এবং প্রয়োজনে সরকারী বিধিবিধান অনুযায়ী স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন হতে বরাদ্দ নেয়া হবে।

উপরোক্ত অবস্থায় বিএডিসি'র বিদ্যমান অবকাঠামো যেমন সার্কেল/রিজিয়ন/জোন/ইউনিট অফিস, ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ও সেচ ভবন, আবাসন কমপ্লেক্স, গুদাম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি মেরামত, আধুনিকায়ন ও সংস্কার এবং সার্কেল/রিজিয়ন/জোন/ইউনিট অফিস/ট্রেনিং সেন্টার কাম ডরমিটরী/নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের তালিকা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রস্তাব করা হয়েছে। বিএডিসি'র স্থানীয় পর্যায়র প্রকৌশলী এবং কর্মকর্তাগণ সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক এ তালিকা প্রস্তুত করেছেন। সংস্থার প্রধান প্রকৌশলীগণ উর্ধাতন প্রকৌশলীগণ উক্ত তালিকা যাচাই করার পরে তা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বিএডিসি'র বিদ্যমান পুরাতন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং নির্মাণের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও অবকাঠামোসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ (প্রধানতঃ মাঠ পর্যায়ের অফিস ভবন-৫৬টি, আবাসিক ভবন-৬টি, প্রধান কর্যালয়-১টি, ঢাকাস্থ সেচ ভবন-১টি; ঢাকাস্থ স্টাফ কোয়ার্টার-১টি, বিএডিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-১টি, গুদাম-৩৪টি ও অন্যান্য আনুষ্ঠিক কাজ);
- মাঠ পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম তদারকী জোরদারকরণ (অফিস ভবন-৫৬টি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরী-৫টি, রেস্ট্রাউজ-১টি, উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ-৩টি, গেট-৩৫টি ও আনুষজ্ঞািক কাজ);
- সীমানা প্রাচীর সংস্কার (৮১৯৬ রা.মি.) ও নির্মাণ করে (১৬০৪০ রা.মি.) বিএডিসি'র সম্পদ অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও সংরক্ষিত সেচ যন্ত্রপাতি সুরক্ষা করা;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ সংক্রান্ত কর্মকান্ডের পরিকল্পনা, নিবিড়, পর্যবেক্ষণ, অগ্রগতি তদারকি সহজীকরণ এবং সেচ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;
- মাঠ পর্যায়ের ক্যাম্পাসে সমূহের সৌন্দর্য বর্ধন ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে পুকুর সংস্কার, বৃক্ষ রোপন ও আনুষ্ঞািক কাজ
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আঅ-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন।

☐ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR) ☐

০৯। প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্যক্রমের পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ দায়িত পালন করিবেন:

- (১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্ধিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা:
- (৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:
- (৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়. বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- (১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
- (১২) প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঞ্জ্যিত অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ :
- (১৩) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- (১৪) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (১৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১০। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকদের প্রকৃতি ,যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ভূমিকা এবং দায়িত্ব:

ক্রমিক নং	পেশাদারিত্বের ধরন	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
51	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	গবেষণা/ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল।যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় নুযনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা ;
	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সদস্য		পরামর্শক/পরামর্শক দলের সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক, শারিরীক ও মানসিকভাবে এ কাজে উপযুক্ত হতে হবে
	ক) টিম লিডার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্মাতকোত্তর ডিগ্রি। পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে	 টিম লিডার হিসেবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অন্তত ০৫ টি প্রতিবেদন প্রণয়নের অভিজ্ঞতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতা ভবন, অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ কাজে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতা সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনের ও বিধি (পিপিএ-২০০৬ এবং বিপিআর-২০০৮) অভিজ্ঞতা প্রতিবেদন উপস্হাপনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	খ) মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্মাতকোত্তর ডিগ্রি।	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ১০ (দশ)বছরের অভিজ্ঞতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা
	গ) কৃষি প্রকৌশলী	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি প্রকৌশল বিষয়ে স্মাতকোত্তর ডিগ্রি।	কৃষি প্রকৌশলী হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
	ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্লাতকোত্তর ডিগ্রি	তথ্য ব্যবস্হাপনা ও বিশ্লেষণ বিষয়ে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা; পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা

১১। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ উল্লিখিত সংখ্যা, ভাষা, সময়সূচীর আলোকে দাখিল করতে হবে:

নং	প্রতিবেদনের নাম	সংখ্যা/কপি	ভাষা	সময়
ক।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (ইনসেপশন রিপোর্ট) (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভার জন্য	২০x২=৪০ কপি	বাংলা	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
খ।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভার জন্য	২০x২=৪০ কপি	বাংলা	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
গ।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডিসেমিনেশন কর্মশালার)	১২০ কপি	বাংলা ও ইংরেজী	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে

ঘ।	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল সভার জন্য	১১ কপি	বাংলা ও ইংরেজী	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে
ध।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	(বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০)	বাংলা ও ইংরেজী	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

[#] সকল প্রতিবেদন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে।

১২। ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক প্রদেয় সেবা:

- ক) ডিপিপি/আরডিপিপি এবং
- খ) প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগে সহযোগিতা প্রদান।